ধন্য

(The Beatitudes)

লূক ৬ অধ্যায় ২০-২৩ পদ

এর আগে আমরা যীশুকে দেখেছি, তিনি নির্জন পাহাড়ে গেছেন, সেখানে সারা রাত ধরে পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, এবং দিনের আলো ফুটলে তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে ১২ জনকে তাঁর প্রেরিত হিসাবে মনোনীত করেছেন। তারপর তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পাহাড় থেকে নামার পথে বিস্তৃর্ণ সমতল ভূমি দেখতে পেয়ে যখন দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সদ্য মনোনীত প্রেরিতরা, তাঁর শিষ্যরা, এবং যিহুদীয়া, জেরুশালেম এবং সোর ও সীদোনের উপকূল থেকে অনেক মানুষ তাঁর চারপাশে এসে জড়ো হল। তখন যারা সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল, তাদের তিনি সুস্থ করলেন ও তাদেরকে স্বর্গরাজ্যের কথা শোনালেন।

সেদিন যীশু সেই সমস্ত মানুষের কাছে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাকে লূক তাঁর সুসমাচারে ৬:২০-৪৯ পদে লিপিবদ্ধ করেছে, তার সঙ্গে মথি ৫-৭ অধ্যায়ে মথির লেখা "**পর্বতে দত্ত যীশুর উপদেশের**" অনেক মিল আছে। এখন এগুলি একই উপদেশের দুটি ভিন্ন বর্ণনা, না কি, দুটি ভিন্ন উপদেশের বর্ণনা, সে বিষয়ে আমরা গত সপ্তাহে শিখেছি। আজ আমরা লূকের লেখা "**সমতলে দত্ত যীশুর উপদেশের**" বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এই উপদেশে যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলেছেন। এখানে তিনি দুই দলের মানুষের জীবনের পথকে তুলনা করেছেন। তাদের এক দলের লোক যখন ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা, তখন অন্য দলের লোক ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা নয়। এখন, উপদেশের শুরুতে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের লোকদের আশীর্বাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। আজ আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজাদের এই সমস্ত আশীর্বাদের বিষয় শিখব।

যীশু যখন লোকদের ঈশ্বরের কথা বলতেন, তখন তিনি তাদের এমন কথা বলতেন না, *"আমাকে তোমাদের ব্যক্তিগত পরিত্রাতা ও প্রভু বলে বিশ্বাস, গ্রহণ ও স্বীকার করো;"* আজ যেমন আমরা লোকদের বলে থাকি। পরিবর্তে, তিনি তাদের ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে বলতেন ও সেই রাজ্যে প্রবেশ করতে বলতেন। যোহন ৩ অধ্যায়ে আমরা নীকদীম নামে ফরীশীদের একজন অধ্যক্ষকে রাতের অন্ধকারে যীশুর কাছে আসতে দেখি। যীশুর কাছে আসবার পেছনে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, তা নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করে, যীশু তাকে এমন কথা বলেছিলেন, ***"সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলছি, নতুন জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না"*** (যোহন ৩:৩)। কিন্তু নীকদীম যখন যীশুর এই কথাকে আক্ষরিক অর্থে উপলব্ধি করেছে, ও যীশুর কথার প্রতিবাদ করে বলেছে, কোনও মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে মায়ের পেটে প্রবেশ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারে, তখন যীশু পুনরায় বলেছেন, ***"সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলছি, যদি কেউ জল ও আত্মা থেকে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।"***

এখন প্রশ্ন হল, যীশু এখানে যে ***"ঈশ্বরের রাজ্যের"*** কথা বলেছেন, তার অর্থ কী? নতুন জন্ম প্রাপ্ত হবার মূল উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ হয়ে থাকে, তাহলে "**ঈশ্বরের রাজ্যের**" অর্থ কী? ঈশ্বরের রাজ্যকে উপলব্ধি করতে সহজ উপায় হল, যখন কেউ কোনও ক্ষমতায় আসে, তখন কী ঘটে, তা উপলব্ধি করা। যখন কোনও নতুন মালিক, নতুন শাসক, নতুন সরকার, নতুন মেয়র, কিংবা নতুন পঞ্চায়েত আসে, তখন তারা নতুন শাসনব্যবস্থা *(administration)*, নতুন অগ্রাধিকার *(priorities)*, নতুন কৌশল *(strategies)*, নতুন নীতি *(principles)* গ্রহণ করে থাকে। এখন, এই সমস্ত নতুন পদক্ষেপ যদি বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করে, তাহলে আমরা "উন্নত মানের জীবনের" অধিকারী হই, এবং তা বাঞ্ছনীয়। ঠিক একইভাবে, যীশু খ্রীস্টও অতিপ্রাকৃতিক ও চূড়ান্ত রাজা; আর তাই তিনি যখন তাঁর ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন যে নতুন শাসনব্যবস্থা *(administration)* বলবৎ হয়, তাকে রাজ্য *(kingdom)* বলা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত আছে নতুন অগ্রাধিকার, নতুন ক্ষমতা, নতুন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কৌশল। আর এর পরিণাম আমাদের ''উন্নত মানের জীবনের'' থেকে অনেক মহৎ, ব্যাপক ও মৌলিক। এখন, এই রাজ্যে প্রবেশের অর্থ, যীশু খ্রীস্টের প্রভুত্ব বা রাজত্বের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। এর অর্থ, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যীশুর কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও রাজত্বকে স্বীকার করা। আর এইভাবে, আমরা যখন ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করি, রাজা হিসাবে যীশু আমাদের উপরে রাজত্ব করেন, তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, যীশুর রাজ্যের মান ও মূল্য, পার্থিব মান ও মূল্য থেকে পৃথক।

এই উপদেশের শুরুতে যীশু ৪টি আশীর্বাদ (ধন্য) এবং ৪টি দুর্দশার (ধিক্) কথা বলেছেন; এবং তার দ্বারা যারা এই রাজ্যের মানুষ নয়, তাদেরকে এই রাজ্যের মানুষদের থেকে পৃথক করেছেন। দুই ধরণের জীবনধারার মাধ্যমে এই রাজ্যের লোকদের জীবনের সঙ্গে যারা এই রাজ্যের লোক নয়, তাদের জীবনকে তুলনা করেছেন। এখন, এই রাজ্যের লোকদের জন্য যখন আশীর্বাদ, তখন যারা এই রাজ্যের লোক নয়, তাদের জন্য দুর্দশা তোলা আছে।

কিন্তু জগতের চিন্তার সঙ্গে আমরা যখন যীশুর শিক্ষাকে তুলনা করি, তখন দেখতে পাই যে, আশীর্বাদ ও দুর্দশা সম্বন্ধে যীশু সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষা দিয়েছেন। এখন, যদি প্রশ্ন করা যায়, আপনি কীভাবে বলতে পারেন যে, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করছেন? এই প্রশ্নের যে উত্তর যীশু দিয়েছেন, তা কেউ কখনও চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেনি। আজকের দিনের ন্যায়, সেই সময়কার ইহুদিরাও যে চিন্তা করত, তা হল, ঈশ্বর যে আমাকে আশীর্বাদ করছেন, তার চিহ্ন হল দীর্ঘ জীবন, সম্পত্তির প্রাচুর্য, সুস্বাস্থ্য, গোলা ভরা শস্য, এবং শত্রুদের উপর বিজয়। এখন, ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, তখন তিনি অবশ্যই এই সমস্ত পার্থিব ও প্রাকৃতিক আশীর্বদের কথা বলেছিলেন (২বিবরণ ২৮; ইয়োব ১:১-১২; হিতোপদেশ ৩:১-১০); কারণ এর দ্বারা তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন ও শাসন করেছিলেন। আমরা যেমন আমাদের সন্তানদের পুরস্কার ও শাস্তির দ্বারা শিক্ষা দিয়ে থাকি, ঠিক তেমনই তখন ঈশ্বর তাদের বিশ্বাসে শিশু জ্ঞান করে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু যীশুর আগমনের মাধ্যমে তাদের শিশুকাল শেষ হয়েছে, তাদের পরিপক্ক হবার সময় হয়েছে; আর তাই যীশু তাদের ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন (গালাতীয় ৪:১-৬)। এই উপদেশের মাধ্যমে যীশু তাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল, কিছু **পাওয়া** বা **করার** অর্থ প্রকৃত আশীর্বাদ ধন্য জীবন নয়; কিন্তু **হওয়ার** মধ্যেই প্রকৃত আশীর্বাদপূর্ণ জীবন বর্তমান। এই উপদেশ অধ্যয়ন করার সময়, আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এই উপদেশ এমন সুসমাচর নয়, যা পালন করার দ্বারা আমরা স্বর্গে যাব; কারণ পাপে ও অপরাধে মৃতরা (ইফিষীয় ২:১) কখনও জীবিত ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারে না; প্রথমে তাদের নতুনজন্মের দ্বার ঈশ্বরের জীবনের অধিকারী হতে হবে (যোহন ৩:১-৭, ৩৬)। অন্যদিকে, আমরা যেন এই উপদেশকে আগামীদিনে পৃথিবীর মাটিতে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের রাজ্যের সংবিধান জ্ঞান না করি। পরিবর্তে, এই উপদেশ হল, পৃথিবীর মাটিতে আজ বিশ্বাসী আমাদের জীবনের বর্ণনা। আজ আমরা এই রাজ্যের লোকদের জীবনে ৪টি আশীর্বাদের বিষয় শিখব।

১। দীনহীনতার আশীর্বাদ: যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনি প্রথমে এই রাজ্যে অর্থ কী, তা বর্ণনা করেছেন। ২০ পদের দ্বিতীয় অংশে যীশু বলেছেন, ''**ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।**'' যীশু তাঁর শিষ্যদের যে কথা বলে এই উপদেশ শুরু করেছেন, তা হল, তারা যেন নিশ্চিত হয় যে, তাদের বর্তমান দরিদ্রতা সত্ত্বেও তারা ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা। মথির সুসমাচারে লিপিবদ্ধ ''পর্বতে দত্ত উপদেশে'' যদিও ***''আত্মাতে দীনহীনতার''*** (মথি ৫:৩) কথা বলা হয়েছে, লূক এখানে কেবল ***''দীনহীনতার''*** কথা লিখেছে। যীশুর শিষ্য সবাই যে দরিদ্র ছিল, তা নয়; মথি বা লেবি ছিল একজন করগ্রহণকারী, যার অর্থ, সে ছিল যথেষ্ট বিত্তবান। অন্যদিকে, পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহনের মাছের ব্যবসা বেশ বড় আকারের ছিল, তাদের অধীনে কর্মচারীরাও ছিল (মার্ক ১:২০)। তথাপি, তার বেশির ভাগ অনুসরণকারীই ছিল দরিদ্র; কারণ, সেই সময় বেশির ভাগ ইহুদিই কষ্টের জীবন যাপন করত। আবার তাঁর শিষ্যরাও তাঁকে অনুসরণ করার কারণে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এসেছে। এই সমস্ত মানুষকে উৎসাহ দিয়ে যীশু তাদের বলেছেন যে, তারাই প্রকৃত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অর্থে আশীর্বাদ ধন্য।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, আক্ষরিক অর্থে দরিদ্রতা খ্রীস্টের আশীর্বাদ দাবি করতে পারে (তা যদি সত্য হত, তাহলে দরিদ্রদের সাহায্য করার অর্থ হত, তাদের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করা)। এখানে যীশু যে দরিদ্রতার কথা বলেছেন, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের সঙ্গে যুক্ত। যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্যের সঙ্গে এই দরিদ্রতা যুক্ত। সুসমাচারের কারণে এই কষ্ট ও যন্ত্রণা; মানুষ্যপুত্রের কারণে এই তাড়না। আজকের দিনে, আমরা আমাদের পরিচর্যা ও ব্যক্তিগত জীবনে খুব সহজেই অর্থ বা ধন-সম্পত্তির উপর আস্থা রাখতে প্রলুব্ধ হয়ে থাকি। কিন্তু আমরা যেন জগতের মানুষদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে এদেরকেই প্রকৃত আশীর্বাদ জ্ঞান না করি। যীশুর কথা আমাদের অবাক করে, যেহেতু আমরা সকলে অর্থ, ধন-সম্পত্তি, উচ্চপদ, ভোগসুখ বা জনপ্রিয়তার মধ্যেই আশীর্বাদ বা সুখকে খুঁজে থাকি। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের জীবনে যে বিষয়টি সবথেকে বেশি প্রয়োজন, তা আমাদের পরিস্থিতির পরিবর্তন নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পরিবর্তন।

সাধারণ ভাবে, জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে যারা দরিদ্র, তারা উপলব্ধি করে যে, তারা কতখানি অসহায়, নিঃস্ব; ফলস্বরূপ, তারা অন্যদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। বাইবেল একই ভাবে, আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক ভাবে নিঃস্ব, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার কোনও ক্ষমতা আমাদের নিজেদের নেই। ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা নতুনজন্ম লাভ করা ছাড়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের কোনও উপায় আমাদের নেই। জাগিতক দারিদ্র যেমন উদ্ধারের জন্য অন্যদের উপরে নির্ভরতাকে নির্দেশ করে; ঠিক তেমনই আধ্যাত্মিক দারিদ্রও আমাদের ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে। তাই, ঈশ্বরের রাজ্য লাভ করতে হলে, সবার আগে একজনকে তার আধ্যাত্মিক দ্ররিদ্রতা স্বীকার করতে হবে, এবং ঈশ্বরের কাছে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে আসতে হবে। অর্থাৎ, এই রাজ্যের মানুষরা পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তাদের সম্পত্তি ও জীবনকে খোঁজে না, কিন্তু তারা নিজেদের দারিদ্র স্বীকার করে প্রকৃত জীবনের খোঁজে যীশুর কাছে ছুটে আসে, নম্র ভাবে তাঁর সঙ্গে পথ চলে। তারাই প্রকৃত অর্থে সুখী, তারা কেবল এই পৃথিবীর মাটিতে নয়, কিন্তু আরও পরিপূর্ণতায় আগামী জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভোগ করে। কারণ, তারাই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী।

২। ক্ষুধার আশীর্বাদ: ২১ পদের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, *"ধন্য তোমরা, যারা এখন ক্ষুধিত, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হবে।"* অর্থাৎ, যে ঈশ্বর আমাদের দারিদ্র দূর করে থাকেন, তিনিই আবার আমাদের ক্ষুধা পূর্ণ করে থাকেন। প্রথম আশীর্বাদের (দারিদ্র) ন্যায়, দ্বিতীয় আশীর্বাদকেও (ক্ষুধা) আমরা আক্ষরিক অর্থে নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে, তথা ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহের জন্য ক্ষুধা হিসাবে বর্ণনা করব।

গীত ৪২:১-২ পদে, গীতরচক বলেছে, *"হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনই, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করছে। ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত। আমি কখন এসে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হব?"* আবার গীত ৬৩:১ গীতরচক বলেছে, *"হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি সযত্নে তোমার অন্বেষণ করব; আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসু, আমার মাংস তোমার জন্য লালায়িত, শুষ্ক ও শ্রান্তিকর দেশে, জলবিহীন দেশে।"* জাগতিক ধন-সম্পত্তি, সুখভোগ বা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য এই ক্ষুধা বা পিপাসা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য এই ক্ষুধা ও পিপাসা। যিরমিয় ২৯:১৩ পদে, এমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রতি ঈশ্বরের উত্তর হল: *"তোমরা আমার অন্বেষণ করে আমাকে পাবে, কারণ তোমরা সর্বান্তকরণে আমার অন্বেষণ করবে।"* অন্যদিকে, যীশু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পূর্ণ করে বলেছেন, *"আমিই সেই জীবন খাদ্য, যে ব্যক্তি আমার কাছে আসে, সে ক্ষুধার্ত হবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত হবে না, কখনও না"* (যোহন ৬:৩৫)। অর্থাৎ, আমরা যখন ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হই, তখন যীশু তা পূর্ণ করে থাকেন; ফলস্বরূপ, আমরা ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহের জন্য ক্রমশ ধারাবাহিক ভাবে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করি।

৩। রোদনের (শোকের) আশীর্বাদ: ২১ পদের দ্বিতীয় অংশে যীশু বলেছেন, *"ধন্য তোমরা, যারা*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এখন রোদন কর, কারণ তোমরা হাসবে।'' পাপে পতিত এই পৃথিবীর মাটিতে যখন আমরা আমাদের জীবন যাপন করি, তখন তা আমাদের শোক করতে ও রোদন করতে বাধ্য করে থাকে। আমাদের পাপের জন্য আমরা অনুতপ্ত হই, এবং তার জন্য প্রভুর কাছে রোদন করে থাকি। অন্যদের পাপসমূহ, যা ঈশ্বরকে অগৌরবান্বিত করে, তার জন্যও আমরা শোক করে থাকি। আমাদের সমাজের বিভিন্ন পাপের জন্য আমরা শোক করি, কারণ আমরাও সেই সমাজেরই অঙ্গ। আমরা আমাদের অবিশ্বাসী বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি ও সহকর্মীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে কাঁদি, যেন ঈশ্বর তাদের অনন্ত বিচার থেকে রক্ষা করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, বর্ণবিদ্বেষ, প্রভৃতি কারণে দুর্দশা ভোগকারীদের জন্য আমরা শোক করে থাকি। আবার, প্রিয়জনদের মৃত্যুতেও আমরা শোক করে থাকি।

কিন্তু এই ভাবে যখন আমরা শোক করি, তখনও আমরা জানি যে, এই শোক আনন্দে রূপান্তরিত হবে। সেইদিনে, আমাদের মধ্যে আর কোনও পাপ থাকবে না, সমস্ত অন্যায়-অবিচারের প্রতি ন্যায়বিচার সাধিত হবে, আমাদের দুঃখ ও যন্ত্রণার শেষ হবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)। স্বর্গের সমস্ত পথে কেবল যীশুর স্তুতি ও আনন্দের হাসি প্রতিধ্বনিত হবে।

৪। তাড়িত হবার আশীর্বাদ: ২২-২৩ পদে বলা হয়েছে, *''ধন্য তোমরা, যখন লোকে মনুষ্যপুত্রের কারণে তোমাদের দ্বেষ করে, আর যখন তোমাদের পৃথক করে দেয়, ও নিন্দা করে, এবং তোমাদের নাম মন্দ বলে দূর করে দেয়। সেই দিন আনন্দ কোরো ও নৃত্য কোরো, কারণ দেখ, স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তাদের পিতৃপুরুষেরা ভাববাদীদের প্রতি তাই-ই করত।''* যীশু এখানে যে তাড়না ভোগের কথা বলেছেন, তা কেবল একটি কারণে– *''মনুষ্যপুত্রের কারণে,''* অর্থাৎ, সুসমাচারের জন্য। যীশু নিজে যেমন তাড়না ভোগ করেছেন, তাঁর রাজ্যের প্রজা আমরাও তা ভোগ করতে চলেছি, আর সেটাই আমাদের জীবনে প্রকৃত আশীর্বাদ। এখন প্রশ্ন হল: তাড়নার সময় আমরা কীভাবে আনন্দ ও নৃত্য করতে পারি? তাড়নার সময় আমরা স্মরণ করব, *''খ্রীস্টের কারণে আমাদের এই বর দেওয়া হয়েছে, যেন কেবল তাঁতে বিশ্বাস করা নয়, কিন্তু তাঁর কারণে দুঃখভোগও করি''* (ফিলিপীয় ১:২৯, ৩:১০)। যীশুর প্রতি তারা যে ব্যবহার করেছিল, তা যখন তারা আমাদের প্রতিও করবে, তখন আমরা উপলব্ধি করব যে, আমরা তাঁর ন্যায় জীবন-যাপন শুরু করেছি। যীশুর প্রেরিত-শিষ্যদের থেকে শুরু করে মণ্ডলীর ইতিহাসে ধারাবাহিক ভাবে এই ঘটনা ঘটে চলেছে। তাই, তাড়নার সময় আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা একা নই।

হিটলারের দ্বারা অত্যাচারিত হবার সময় ডেট্রিচ্ বনহেফার এমন কথা বলেছেন, *''দুঃখভোগ হল প্রকৃত শিষ্যত্বের চিহ্ন। শিষ্য কখনও তার প্রভুর ঊর্ধ্বে নয় . . .।''* লুথারও সত্য মণ্ডলীকে *''সুসমাচারের জন্য তাড়িত ও সাক্ষ্যমরদের সমষ্টি''* হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাই, শিষ্যত্বের অর্থ, খ্রীস্টের দুঃখভোগের প্রতি আনুগত্য। তাই, প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসীকে সুসমাচারের জন্য দুঃখভোগ করতে আহ্বান করা হয়েছে (১পিতর ২:২১)। তাড়নাভোগের সময় যীশু আমাদের আনন্দ করতে বলেছেন, সত্যই স্বর্গে আমাদের পুরস্কার প্রচুর। প্রেরিত-শিষ্যরা যীশুর শিক্ষাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল, তাই তারা আনন্দের সঙ্গে দুঃখভোগ করেছিল (প্রেরিত ৫:৪১), প্রেরিত পৌলও একই উদাহরণ রেখে গেছেন (২করিন্থীয় ১১:২৩-৩০; ২তীমথিয় ১:৮-১২)।

অর্থাৎ, খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবন, চিন্তা ও মনোভাব জগতের মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বা উল্টো। জগৎ যা চায়, বিশ্বাসী তা চায় না; কিন্তু জগৎ যা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, বিশ্বাসী তার-ই আকাঙ্ক্ষা করে। ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রাধিকার, শাসনব্যস্থা, কৌশল ও নীতি সম্পূর্ণ পৃথক। ঈশ্বরের রাজ্যের সন্তান আমরা আশীর্বাদ হিসাবে দারিদ্র, ক্ষুধা, শোক ও তাড়না লাভ করে থাকি। আমাদের কাছে এই সমস্ত আশীর্বাদের মূল্য অনেক। কারণ এই রাজ্যের নাগরিকত্ব, পরিতৃপ্তি, আনন্দ ও পুরস্কারের শুরু এখানে হলেও, আমরা তা অনন্তকাল ধরে ভোগ করব, কখনও তা থেকে বঞ্চিত হব না, কেউ তা চুরি করতে পারবে না।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com